দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 5-5-83 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

032

আবুল ফজলের ইন্তেকাল

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

চট্টগ্রাম, ৪ঠা মে।—দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল ফজল বুধবার রাত ১১টা ১৭ মিনিটে এখানে তাঁর কাজীর দেউড়ির বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

অধ্যাপক আবুল ফজল ছিলেন দেশের একজন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী। দীর্ঘকাল যাবত তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। বিশিষ্ট চিকিৎসকরা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন।

অধ্যাপক আবুল ফজল স্ত্রী, পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যা রেখে গেছেন।

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার কেঁওচিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি মোট ৬০টি গ্রন্থ রচনা করেন।

বৃহস্পতিবার বাদ জোহর সার্কিট হাউস ময়দানে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

আবুল ফজল ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার মানুষ। এদেশে ১৯২৬ সালে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে আন্দো-

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ইন্তেকাল

(১ম পৃঃ পর)

লনের মুখপাত্র 'শিখা'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনি। তাঁর সকল শাণিত ক্ষুরধার রচনায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে সমাজের নানা অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত হেনেছেন তিনি।

সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় ছিল তাঁর পদচারণা। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে চৌচির (১৯৪৪), সাহসিকা (১৯৪৬), জীবন পথের যাত্রী (১৯৪৮), প্রদীপ ও পতঙ্গ এবং রাঙা প্রভাত (১৯৫৭) মাটির মানুষ, আয়েশা তাঁর ছোটগল্পের বই।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করেছেন তিনি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম বিচিত্র কথা। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, মানবধর্ম তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থের অন্যতম, তাঁর আত্মজীবনী বিধৃত হয়েছে রেখাচিত্র ও লেখকের রোজনামচা গ্রন্থে।

আবুল ফজল নাটক ও জীবনী লিখেছেন এবং তাঁর ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে।

কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আবুল ফজল অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর ছিলেন।

সাহিত্য কীর্তির জন্য তিনি আদমজী, বাংলা একাডেমী ও প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ করেন।